R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৩শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই মাঘ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা;
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

## অভিজ্ঞতা-সীমিত সাহিত্যই শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৭ জানুয়ারী—জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য ছিল শরৎচন্দ্রের, তাই বিপুল সংখ্যক পাঠক তাঁর সাহিত্যের পাশে এসে ভিড় করেছে। একই কারণে শরৎচন্দ্র এখনও জনপ্রিয় এবং আমরা দীর্ঘ দু'বছর ধরে তাঁর জন্ম শতবর্ষ পালন করে চলেছি। জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর আয়োজিত শরৎ জন্ম শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের সাহিত্য সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী এই কথাগুলি বলেন। সাহিত্য সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গত বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ে, এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল, বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে লোকসাহিত্যের গবেষক ডঃ সুধীর করণ এবং সাহিত্যিক-সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী। প্রধান অতিথির ভাষণে নারায়ণবাবু আরো বলেন, জীবনঘনিষ্ঠতা, বাস্তবনিষ্ঠা এবং ভাষার যাদু—এই তিন ভিতের ওপর শরৎ-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বাঙালী জীবনের ভাবময় জীবন আমরা দেখি শরৎ-সাহিত্যে। অভিজ্ঞতার বাইরের কোন কথা তিনি সাহিত্যে ঢোকাননি—অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত রেখেছিলেন। এটিই তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-জীবনকে দেখেছিলেন তটস্থ হয়ে, অতুলনীয়ভাবে। শরৎচন্দ্র দেখেছেন শরীক হয়ে, জীবনঘনিষ্ঠভাবে। নিত্য লাঞ্ছিত জীবন তাঁর আশীর্বাদের কারণ হয়েছে। তাঁর মত এত বড় প্রেমিক মানুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি। বাউণ্ডুলে জীবন তাঁর ছিল শ্রেষ্ঠ গুণ, বাস্তবকে তিনি নির্ব্বাচনমূলকভাবে পরিবেশন করেছিলেন সাহিত্যে। নারায়ণবাবু এক জায়গায় বলেন, 'মাইকেলের সরাসরি উত্তরসূরী ছিলেন শরৎচন্দ্র।'

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শরৎচন্দ্রকে বিচার করার জন্য একটি আলোচনা চক্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে সভার বিশেষ অতিথি ডঃ সুধীর করণ বলেন, শরৎচন্দ্রই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক যিনি নগর থেকে গ্রামের সকলের ঘরে তাঁর সাহিত্যকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। এটুকু মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের আগে দু'জন ঔপন্যাসিক এসেছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকলের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য কতটুকু ছড়িয়ে পড়েছিল জানা যায়নি। শরৎচন্দ্র কোন সাধনার মাধ্যমে সাহিত্যে আসেননি; বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। আজকের সাহিত্যিকরা অনুভূতির মাধ্যমে সাহিত্য আনেননি, যেতে পারেননি বাস্তবতার গভীরে বরং তাঁরা সাহিত্যকে পরিণত করেছেন কাল্পনিক বাস্তবে। 'অশ্লীলতার

( ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৮ জানুয়ারী—অন্যান্য বছরের মত এবারও জঙ্গিপুর মহকুমায় ব্লকওয়ারী খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। ফরাক্কা, সুতী ১নং, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ও সাগরদীঘি ব্লক অংশত খরা কবলিত হয়ে পড়ায় ব্যাহত উৎপাদনের কথা চিন্তা করে এবার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা কম করে ধরা হয়েছে। যদিও সরকারীভাবে এই চারটি ব্লককে অংশত খরা কবলিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়নি। গত শনিবার বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত জানান, এবার ব্লকওয়ারী লেভি ধার্য হয়েছে ফরাক্কা—৩০০, সামসেরগঞ্জ—৫০, সুতী ১নং—৪৫০, সুতী ২নং—৪৫০, রঘুনাথগঞ্জ ১নং—২৪০০, সাগরদীঘি—৬০০০ এবং এস, এল, আর ও জঙ্গিপুর—৪০০ কুইন্টাল। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে কোন লেভি নাই। ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে ফরাক্কা—১২·১৫, সামসেরগঞ্জ—৫, রঘুনাথগঞ্জ ১নং—৬১৫·৩৩ এবং সাগরদীঘি ব্লকে ৬৭১·১০ কুইন্টাল। সাগরদীঘি ব্লকে লেভি ছাড়াও স্বেচ্ছা বিক্রয় খাতে আরো সংগ্রহ হয়েছে ১২·০৬ কুইন্টাল। সুতী ১নং ও ২নং ব্লকে এখন পর্যন্ত কোন রকম খাদ্যশস্য সংগ্রহ হয়নি। জঙ্গিপুর এস, এল, আর ও-র একই হাল : নো কালেকসন।

## আলোচনা চক্র : কুষ্ঠ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারী—কুষ্ঠ রোগ কতখানি ছোঁয়াচে অথবা ছোঁয়াচে নয় এবং এ রোগ নিরাময়ের উপায় কি—গতকাল শহরের ম্যাকেঞ্জি হলে ডাঃ বসুর সভাপতিত্বে এ বিষয়ে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

( ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## 'ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার অভিযোগ'

অরঙ্গাবাদ, ১৬ জানুয়ারী—ফরাক্কা ব্যারেজের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বি সি বিশ্বাস ব্যারেজের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার জে এন মণ্ডল এবং তস্য ভ্রাতা রণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা'র অভিযোগ এনে সুতী থানায় একটি কেস করেছেন বলে পুলিশী সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, বি সি বিশ্বাসের ছেলে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (১৮) ১৯৭৬ সালে নভেম্বর মাসের এগার তারিখে সুতী থানার আহিরণ সংলগ্ন জলাশয়ে পাখি শিকার করতে আসে। সে একটি পাখিকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং গুলিবিদ্ধ পাখিটি জলে পড়ে যায়। বিশ্বজিৎ পাখিটিকে ধরার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সে নিজেও জলমগ্ন হয় এবং মারা যায়। এই ঘটনার মাস দুয়েক পর অতি সম্প্রতি বি সি বিশ্বাস তাঁর ছেলেকে 'ষড়যন্ত্র করে মারা হয়েছে' বলে ফরাক্কা ব্যারেজের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার জে এন মণ্ডল এবং তাঁর ভাই রণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সুতী থানায় একটি কেস করেন। পুলিশী সূত্রের খবরে আরো প্রকাশ, রণ মণ্ডল থাকেন ২৪ পরগণা জেলার মছলন্দপুরে। কিন্তু এখন তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতী পুলিশ জোর তদন্ত চালাচ্ছে।

জীবাণু সার
এ্যাজোবেক্টার
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক: মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া • ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই মাঘ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

## ১২ই জানুয়ারীর আলোকে

গত ১২ই জানুয়ারী স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, বিতর্ক ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। বাংলা তথা ভারতের আধুনিক মানসিকতার নবজাগরণ বা রেনেসাঁ ঘটাইয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই নবজাগরণের এক জলন্ত মূর্তিমান ফসল ও সার্থক দিশারী। কর্ম ও ধর্মের যে সমন্বয়-সাধন তিনি করিয়াছিলেন, সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেকে পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী যুবসমাজের মহামূল্য সম্পদ। এই শহরের শরীরচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চার সংস্থাগুলি মিলিতভাবে অথবা পৃথক-ভাবে অনুষ্ঠানাদির দ্বারা যুগন্ধর এই মহাপুরুষের স্মৃতিপূজার মাধ্যমে বিবেকানন্দের আদর্শ, ধ্যানধারণা, জীবনদর্শন প্রভৃতি যুবমনে সঞ্চারিত করিতে পারিলে আজিকার ও আগামী দিনের যুবসমাজ এক পরিশীলিত পথের পথিক হইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস।

সে হিসাবে বিবেকানন্দ ক্লাব অশেষ ধন্যবাদার্হ। ক্লাব-সংশ্লিষ্ট সকলে এই পুণ্যতিথি উদ্‌যাপনের জন্য সাধ্যমত যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা সুখের বিষয়। সময়-সচেতনতার সামান্য অভাব পরিলক্ষিত হইলেও ক্লাবের প্রত্যেকের আন্তরিক প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যোগের অভাব ছিল না।

তবে সেদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে একটি বড় দায়িত্ব বিবেকানন্দ ক্লাবের উপর আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে করি। সভাপতি বলিয়াছিলেন যে, আগামী বৎসর বিবেকানন্দের জন্মদিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হউক। প্রতিযোগিগণকে স্বামীজীর জীবনী ও রচনার উপর কিছু প্রশ্ন দেওয়া হইবে। তাঁহারা তখনই উত্তর লিখিবেন। ইহাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়র পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে পঞ্চাশ, ত্রিশ ও কুড়ি টাকা দেওয়া হইবে। এই ব্যয় শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহন করিবেন বলিয়াছেন।

শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। আর বিবেকানন্দ ক্লাব কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য হাতে যথেষ্ট সময় লইয়া একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন। প্রয়োজনবোধে একটি উপসমিতি গঠন করিয়া কাজ করিতে পারা যাইবে। যুবসমাজকে অনুরোধ, স্বামীজীর রচনাদি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে প্রস্তুত করুন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কি, তাহা জানারও প্রয়োজন।

## শিক্ষকের মাতৃভক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'শিয়রে জাগে কার আঁখি রে……।' 'মা' কবিতার একটি কলি। যাঁর দয়ায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে পেয়ে স্থান, ভূমিষ্ঠ হল এই পৃথিবীতে। ধরণীর মনভোলান, মনমাতানো দৃশ্য-আলো-হাওয়া পেল যে মায়ের কৃপায়। সেই মাকে যখন পুত্র প্রহার করে তাকে সমাজে বলা হয় 'কুলাঙ্গার'। আর যিনি ছাত্রের শিক্ষাগুরু সেজে মাকে প্রহার করেন তাঁকে সমাজে কি বলবে? অবাস্তব নয় অভিযোগটি। বহু শিক্ষক আছেন, যাঁরা মাতৃভক্তি পালাটিকে 'অভিনয়' বলে থাকেন। এ রকম ফরাক্কা থানা এলাকায় দু'জন প্রাথমিক শিক্ষকের কঠোর মাতৃভক্তির খবর পেয়েছি আমরা। দু'জনেই ব্রাহ্মণ তনয় বলে পরিচিত। একজনের মা অনেকদিন আগেই স্বর্গের সিঁড়িতে। এক্ষেত্রে সম্মান ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় শিক্ষক মায়ের মুখে কাপড় বেঁধে বা গুঁজে মাকে প্রহার করতেন। পুত্রটি পিতৃহীন, বর্তমানে মাতৃহীনও বটেন। আর একজনের মা এখনো বর্তমান। পরের শিক্ষকটি আবার একটি শিক্ষক সমিতির থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। পরেরটি যাকে বলে 'দু'কান কাটা'। গাঁয়ের মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করেন বুক চিতিয়ে। পরের শিক্ষকগুরুটি সগৌরবে 'মা-ঠ্যাঙান' পালাটি আবৃত্তিও করেন। ধন্য বসুন্ধরা, অসীম তোমার সহনশীলতা! 'আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখায়' কথাটি তার কাছে 'অভিনয়' মাত্র।

## জমির তিন জবর দখলদার গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান, ১৮ জানুয়ারী—সামসেরগঞ্জ থানার চর শিবপুরে জোর করে জমি দখল করতে গিয়ে গত বৃহস্পতিবার তিনজন লোক সামসেরগঞ্জ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশী-সূত্রে জানানো হয়েছে যে, ১৯৫৪ সালে বাগিয়া এওয়ারডে চর তারাপুর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাঙলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় সেখানকার উদ্বাস্তুদের কিছু জমি দেওয়া হয় নিমতিতা রাজবাড়ীর উল্টোদিকে পদ্মার পারে ভারতীয় এলাকায়। ১৯৫৭ সালে সেখানে একটি সমবায় গড়ে ওঠে 'ছাবঘাটি-দেবনগর সমবায় কৃষি উদ্বাস্তু সমিতি' নামে। সমিতিটি সরকারী অনুমোদন লাভ করে ওই বছরেই। সম্পাদক নির্বাচিত হন গোপালবন্ধু সেন। পরে সমিতিটি বাতিল হয়ে যায় এবং উদ্বাস্তু এলাকাটি পদ্মা ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাস্তুহারার দল বাস্তু হারান নতুন করে। সেই থেকে তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয় এবং সমস্যাটি চিরস্থায়ী সমস্যা হিসেবে অমীমাংসিত থেকে যায়।

সেই সমিতির সম্পাদক গোপালবন্ধু সেন এবার একটি গুজব ছড়ান এবং নদীয়া, ২৪-পরগণা, মালদহ প্রভৃতি জেলা থেকে জমি দখলের জন্য লোক সংগ্রহ করেন। তিনি সকলকে বলেন যে, নদীগর্ভে চলে যাওয়া জমি আবার জেগেছে, এখন দখল করলেই চলবে। তাঁর পরিকল্পনা মত জবর দখলকারিরা সশস্ত্র হয়ে গত বৃহস্পতিবার জোর করে একটি জমির দখল নিতে যান। খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ যায় এবং বাধা দেয়। তিনজন দখলদার ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। তাঁরা পুলিশের কাছে লিখিত একটি এজাহার দেন এই মর্মে: এই কাজের জন্য গোপালবন্ধু সেন প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০০ করে টাকা নিয়েছেন।

সর্বশেষ সংবাদ, গোপালবন্ধু সেন এ খবর লেখা পর্যন্ত ধরা পড়েননি; পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।

## হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ

জঙ্গিপুর, ১৫ জানুয়ারী—পরিচালক-মণ্ডলীর নির্বাচনের পর থেকে জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় যে ঘটনাগুলি ঘটে তার মধ্যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের ঘটনাটি ছিল অন্যতম। এবার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছে গত ৫ জানুয়ারী মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে। প্রকাশ জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষক শাহাদাৎ হোসেন সাহেব গত ৩ জানুয়ারী মাদ্রাসার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এবং মাদ্রাসার শিক্ষকগণ তাঁকে প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পদত্যাগের মনোভাবে অটল থাকেন। এরপর গত ৫ জানুয়ারী সমস্ত শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং প্রধান শিক্ষক সেখ শাহাদাৎ হোসেনের উপস্থিতিতে মাদ্রাসা অফিসেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শাহাদাৎ হোসেনের পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেন এবং ওই দিন থেকেই তা কার্যকর হয় বলে জানা যায়।

## ঘাটে হোমগার্ড মোতায়েন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি সত্যনারায়ণ ভকতের আরো একটি অভিযোগের ফল পাওয়া গিয়েছে। এবার তাঁর অভিযোগ ছিল জঙ্গিপুর পুরসভার দুটি ঘাটে পুলিশ মোতায়েনের পরিপ্রেক্ষিতে। অভিযোগটি তিনি এস ডি পি ও'র কমপ্লেন বকসে জমা দিয়েছিলেন। অভিযোগ প্রথা চালু হবার পর এস ডি পি ও'র কাছে এই অভিযোগটিও তাঁর প্রথম। অভিযোগপত্রে তিনি বেশী যাত্রী নিয়ে নৌকা পারাপারের উল্লেখ করেছিলেন এবং তৎফলে ভয়াবহ নৌকাডুবির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটার ব্যাপারে অবিলম্বে পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ে হুঁশিয়ার হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অভিযোগে তিনি ধান কাটার মরশুমে রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে 'জ্যাম' এবং দুর্ঘটনা এড়াবার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এই অভিযোগটি বিবেচনা করে পুলিশ কর্তৃপক্ষ রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট, গাড়ীঘাট, দফরপুর ঘাট ও নতুনগঞ্জ ঘাটে মোট ১২ জন হোমগার্ড মোতায়েন করেছেন।

## খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমা স্কুল ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারী শহর রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেনজি ময়দানে। মহকুমার সমস্ত স্কুলকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সমগ্র মহকুমাকে উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে হিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিটগুলি হবে ১৯ ও ২০ জানুয়ারী; উত্তরাঞ্চলের ধুলিয়ানে, দক্ষিণাঞ্চলের রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি ময়দানে। খবরটি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত সূত্রের।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

## দুঃখ এখন থানায়

সাগরদীঘি, ১০ জানুয়ারী—সারা পৌষ মাস ধরে গ্রামের অনেকের সর্বনাশ করে মনিগ্রামের অমরেন্দ্রনাথ সাহা ওরফে দুঃখ এখন পুলিশের হেফাজতে। অন্যান্য দিনের মত গত শনিবার রাত্রে সে মনিগ্রামের উন্মাদিনী সাহার বাড়ীতে ধান চুরি করতে গিয়ে বাড়ীর চাকর-বাকরের হাতে ধরা পড়ে। তাকে সাগরদীঘি পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত দুঃখ গ্রামে বহু লোকের বাড়ীতে চুরি করে অশেষ দুঃখ দেয় বলে জানা যায়।

স্থান পরিবর্ত্তন
মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
[ ঊষা মেডিক্যাল হলের পার্শ্বে ]

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান ( মুর্শিদাবাদ )
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

## পশ্চিমবঙ্গ সরকার
## জেলা শাসকের করণ, মুর্শিদাবাদ
## বহরমপুর

# আবেদন

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর হইতে সরকার প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ দফা কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহার সার্থক রূপায়ণের জন্য এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করিয়াছেন। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ঐ সমস্ত পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নহে। আপনাদের এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ঐরূপ কর্মযজ্ঞ শুরু করা হইয়াছে। তাই জেলার প্রতিটি নাগরিককে ঐ কর্মযজ্ঞে সামিল হইয়া উহার সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করিতে আবেদন জানাইতেছি।

আপনারা জানেন, সরকারী রাজকোষে ঘাটতি অব্যাহত। ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য প্রত্যেকের সর্ব্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠিন শ্রম স্বীকারের প্রয়োজন। সরকার উক্ত বিষয়ে আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, আপনারাও আগাইয়া আসুন সরকারের সহিত যথার্থ সহায়তা করিতে—যাহাতে রাজকোষ শক্তিশালী হয়। ভূমি রাজস্ব ও সেস্, ঋণ, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, সারচার্জ ও সেস্ এবং অন্যান্য সরকারী রাজস্ব খাতে অনেক টাকা সরকারী রাজকোষে জমা পড়িতে বাকী। ঐ টাকা আদায় হইলে সরকার সমস্যার মোকাবিলা করিতে সক্ষম।

তাই আপনাদের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আপনারা আপনাদের দেয় সরকারী রাজস্বের টাকা মিটাইয়া দিয়া সরকারী তহবিলের বুনিয়াদ দৃঢ় করিয়া উন্নয়নমূলক কাজসমূহ সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করুন। ইতি—
তারিখ—১৬-১১-৭৬।

ভবদীয়—
এন রামজী
জেলা শাসক ও সমাহর্তা
মুর্শিদাবাদ

( জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত )

## আলোচনা চক্র ঃ কুষ্ঠ

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

আলোচনা চক্রের উদ্যোক্তা ছিলেন জনস্বাস্থ্য দপ্তর। ডাঃ পি দাস, ডাঃ অবনী ব্যানারজি, ডাঃ অজিত ব্যানারজি, ডাঃ শিব মুখারজি প্রমুখ চিকিৎসকগণ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নিয়মিত চিকিৎসায় কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হয় এ বিষয়ে সকলে একই অভিমত পোষণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, কুষ্ঠ রোগ দু'রকমের হয়। নিউট্রাল কুষ্ঠ হলে নার্ভ ফোলে এবং ব্যথা হয়। লেপ্রোমেটাস কুষ্ঠ গলিত কুষ্ঠ। আবার দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের শিশুদের কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। ধরে চিকিৎসা করলে এ রোগ অল্পদিনের মধ্যেই সেরে যায়। এবং বংশ পরম্পরায় এ রোগ সংক্রামিত হয় না। বিশেষ অতিথি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, ডাঃ ওয়ালি বলেন, যারা কুষ্ঠ রোগ ছড়ায় তাদের সংখ্যা নগণ্য। এ রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করার পর কিন্তু ধরা পড়ে না। ২৫ বছর ধরে এ রোগের জীবাণু দেহের ভেতর কাজ করে এবং তারও পরে বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। ডাঃ পি দাস জানান, ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলায় দুটি কুষ্ঠ রোগ নিরাময় কেন্দ্র খোলা হয়েছে; একটি জঙ্গিপুরে, আরেকটি বহরমপুরে।

আলোচনা চক্রের শুরুতে কুষ্ঠ রোগীদের একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৪ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলাকে পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়াও খেলাধূলায় অংশগ্রহণকারী ২০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়।

## শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

দিক দিয়ে আজকের সাহিত্যিকদের কাছে শরৎচন্দ্র শিশু মাত্র।' সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, শান্তিগোপাল দত্ত প্রমুখ। 'স্মৃতির আকাশে দুই শরৎচন্দ্র' শিরোনামায় স্মৃতিচারণ করেন দাদা-ঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের কনিষ্ঠ পুত্র অমলকুমার পণ্ডিত।

অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদের পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি নারায়ণ চৌধুরী। প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয় ১০ জানুয়ারী। 'শরৎ-সাহিত্যে পল্লী-জীবন' বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্য সায়েদা খাতুন ১ম, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়, দেবীরাণী রায় ও সুবোধ মুখোপাধ্যায় ৩য় স্থান অধিকার করে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 'শরৎ-সাহিত্যে শিশু' বিষয়ক প্রবন্ধে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে চন্দন মুখোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় ও দেবাশিস্ দাস। শিশুদের 'যেমন খুশী তেমন আঁকো' প্রতিযোগিতায় মধুশ্রী চন্দ ১ম, অসীম রায় ২য় এবং কন্যা মুখোপাধ্যায় ৩য় স্থান লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করে সুরজিৎ চন্দ ( রঘুনাথগঞ্জ), গৌতমনারায়ণ লস্কর ( রঘুনাথগঞ্জ ) ও বুবাই কৈলঠা ( মিরজাপুর )।

শরৎ জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের শেষ অনুষ্ঠানটি হয় গতকাল রাত্রে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে। এখানে ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

## বিজ্ঞপ্তি

আমি সাজ্জাদ আলি সেখ, পিতা মৃত জানমহাম্মদ সেখ, সাং রামেশ্বরপুর, পোঃ গিরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ সাজ্জাদ আলি বিশ্বাস পিতা জানমহাম্মদ সেখ সাং ও পোঃ গিরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিত ছিলাম। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের নিকট অ্যাফিডেফিট করতঃ আমার নাম সাজ্জাদ আলি সেখ জন্ম তারিখ ২৬/৮/১৯৪৫ সাং ও পোঃ গিরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ হয়। আমি উক্ত নাম ধামে পরিচিত হইলাম। পদ্মার ভাঙ্গনের জন্য বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমার সাং গিরিয়ার পরিবর্ত্তে সাং রামেশ্বরপুর হইয়াছে।

## পাত্রী চাই

পাত্র বি-কম (২৮) পঃ বঃ সরকারী চাকুরীয়া শিক্ষিত উপযুক্ত রাঢ়ীশ্রেণী অকাশ্যপ পাত্রী চাই।

"উত্তরায়ণ"
শচীন্দ্রগোপাল চক্রবর্ত্তী
অভিরামপুর ১ম গলি
পোঃ+জিলা মালদহ

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা বেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।